দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...১১ JAN 2010...
পৃষ্ঠা ...১/১৪... কলাম ...১...

বছরজুড়ে অস্থির শিক্ষাঙ্গন

শাহজাহান শুভ

ছাত্র সংগঠনগুলোর আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে বছরজুড়ে দেশের শিক্ষাঙ্গন ছিল অস্থির। এসব কারণে শতাধিক শিক্ষাঙ্গন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের কবলে পড়ে। দেশের প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। এসব সংঘর্ষে নিহত হন ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের চার নেতা। আহত হয় সহস্রাধিক।

ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এপ্রিলে। ওদিকে পুরো বছরই নিষ্ক্রিয় ছিল দেশের আরেক বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল।

চার ছাত্রনেতা নিহত চাঁদা ও টেন্ডারবাজিতে আলোচনায় ছাত্রলীগ নিষ্ক্রিয় ছাত্রদল

ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষ, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এখনো বন্ধ রয়েছে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে গোলাগুলি ও বোমাবাজি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কলেজসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। গত এক বছরে দুই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও বগুড়ার সরকারী আযিযুল হক মেডিকেল কলেজে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়। এসব সংঘর্ষে চার ছাত্র নেতা প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ছাত্রলীগের একজন, ছাত্রদলের একজন ও ছাত্রশিবিরের দু'জন। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ৩১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংঘর্ষে ওই শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ প্রাণ হারান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। রাজীবের নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে এখনো কলেজটিতে

পৃঃ ২০ কঃ ২

বছরজুড়ে অস্থির শিক্ষাঙ্গন

২৪-এর পৃষ্ঠার পর

দু'গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। ১৫ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষে শিবিরের সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান নোমানী খুন হন। জানুয়ারীতে নারায়ণগঞ্জের সদর থানার ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ইব্রাহিম রনি নিহত হন। এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে ছাত্রদল। ১০ মার্চ জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ মাদ্রাসায় শিবির নেতা হাফেজ রমজান আলী খুন হন। এছাড়া গত রমযানে চাঁদাবাজিতে বাধা দেয়ায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বপন মণ্ডল নামের এক এনজিও কর্মী খুন হন। এ ঘটনায় সাথে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীর নামে মামলা হয়। ৯ জানুয়ারী ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে রাতব্যাপী ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ১০ কোটি টাকার টেন্ডার বাগিয়ে নিতে ১৮ জানুয়ারী ও ১৩ ফেব্রুয়ারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে দিনব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ হয়। এছাড়া বছরজুড়েই দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্য ও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে ছাত্রলীগের নেতারা। ছাত্রলীগের সংঘর্ষের বাইরে ফেব্রুয়ারীতে পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের কারণে ওই এলাকার আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পুরো বছরের মধ্যে শুধু পবিত্র ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের ছুটিতে শিক্ষাঙ্গন শান্ত ছিল। রমযান মাসেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে হল সভাপতি সাঈদ মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হায়দার তুহিন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে গোলাগুলি ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। গত মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত আবাসিক এলাকায় দু'গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে টেন্ডারের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে।

পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটিতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা শান্ত থাকলেও ফের অস্থির হয়ে উঠেছে দেশের শিক্ষাঙ্গন। প্রায় দিনই দেশের কোন কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটছে অঘটন। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৪৪ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের টেন্ডার নিতে না পারায় ছাত্রলীগের লাগাতার আন্দোলনের মুখে ১৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। ছাত্রলীগের দাবি না মানায় ওইদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথকে তার বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে ছাত্রলীগের নেতারা। ২৩ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলছে। ছাত্রলীগের আন্দোলনের কারণে চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। ১৪ ডিসেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ও ভিসিকে অবরুদ্ধ রাখার খবরে খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ ডিসেম্বর রাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনকে তার কার্যালয়ে তলব করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রোটন ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করলে অবরোধ সাময়িক সময়ের জন্য তুলে নেয়া হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো বন্ধ রয়েছে। ছাত্রলীগ- ছাত্রশিবির সংঘর্ষে ১০ ডিসেম্বর [illegible]

কাটেনি। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবিতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে

২৩ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার আন্দোলন শুরু হয়েছে। ওইদিন পাঁচ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করেন শিক্ষার্থীরা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতাধীন 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে বড় ধরনের ভুল থাকায় তা পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন শুরু করলে ফলাফল বাতিল করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। দেশের আরেক বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল বছর বড় ধরনের আন্দোলন বা সাংগঠনিক কার্যক্রম করতে পারেনি। তবে ১ জুলাই বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কমিটি গঠন করলে আলোচনায় আসে সংগঠনটি। ১৫ মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ থাকলেও ছয় মাসে তারা তা পারেনি। দিতে পারেনি শাখা কমিটিও।